সংবাদ

তারিখ 27 DEC 2016
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

পাঠ্যবই উৎসবকে কেন্দ্র করে অপচয়ের বিশাল বাজেট

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

পাঠ্যবই উৎসবের নামে সরকারের অর্থের যথেচ্ছ ব্যবহারের আয়োজন করেছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। আগামী পহেলা জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে পাঠ্যবই উৎসব পালনের জন্য ৩০ লাখ তিন হাজার ৫০০ টাকা ব্যয় নির্ধারণ করেছে গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। অথচ ঢাকায় আজিমপুর গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজে সর্বোচ্চ সাত লাখ টাকা ব্যয় নির্ধারণ করে পাঠ্যপুস্তক উৎসবের আয়োজন করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একাধিক কর্মকর্তা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছেন, 'আমরা বই বিতরণ করব প্রাথমিক পাঠ্যবই : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৪

পাঠ্যবই : উৎসব

(১ম পৃষ্ঠার পর)

স্তরের শিক্ষার্থীদের কাছে। কিন্তু উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় মাঠে। এটা সরকারি অর্থের অপচয় করা ছাড়া আর কিছু নয়।'

গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পাঠ্যবই উৎসব খাতে এবার মোট ৩০ লাখ তিন হাজার ৫০০ টাকা বরাদ্দ রেখেছে। এর মধ্যে মঞ্চ ও মাঠ সজ্জায় এক লাখ ৫ হাজার টাকা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য এক লাখ ৫০ হাজার ৭৫০ টাকা, আমন্ত্রণপত্র ছাপানো ও বিতরণের জন্য ৫৫ হাজার টাকা, আপ্যায়ন ও শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি ব্যয় ৯ লাখ ৪ হাজার ১০০ টাকা, সেলিব্রেটি উপস্থিতি ও সম্মানী দুই লাখ টাকা, ডকুমেন্টারি তৈরিতে চার লাখ ৪৯ হাজার ৬৫০ টাকা, মিডিয়া প্রচার ও অন্যান্য তথ্য যোগাযোগ খাতে দুই লাখ ৪০ হাজার টাকা বরাদ্দ ধরা হয়েছে।

পাঠ্যবই উৎসবের জন্য এতো টাকা ব্যয় নির্ধারণের কারণ সম্পর্কে জানতে চাইলে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব এ ব্যাপারে কোন কথা বলতে অপারগতা প্রকাশ করেন। তবে এ ব্যাপারে গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব গিয়াস উদ্দিন আহমেদ সংবাদকে বলেন, 'আসলে একটি অনুষ্ঠানের ডেকোরেশন, মাঠ সাজানো ও এ সংক্রান্ত কাজে ৩০ লাখ টাকা কোন টাকাই না।' তিনি দাবি করেন, 'এই টাকা সারাদেশের ৪৮৪টি উপজেলায় বিতরণ করা হবে।'

কিন্তু গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দু'জন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা গতকাল সংবাদকে জানান, 'উপজেলা পর্যায়ে পাঠ্যবই উৎসবের জন্য আমরা কাউকে কোন খরচ দেই না। এই ৩০ লাখ টাকা ঢাকায় অনুষ্ঠানের জন্যই বরাদ্দ রাখা হয়েছে।'

গিয়াস উদ্দিন আহমেদ জানান, 'পিইডিপি-৩ প্রকল্প থেকে ৩০ লাখ টাকার সংস্থান করা হয়েছে।'

অন্যদিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বই উৎসবের জন্য সাত লাখ টাকার সংস্থান করা হয়েছে বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ড এবং শিক্ষা অধিদফতর থেকে।